দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...AUG 1994

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এবারের পরীক্ষায় সাফল্যের শীর্ষে উঠে সবাইকে তাক লাগিয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ তাক লাগিয়ে দিয়েছে মতিঝিলের আইডিয়াল স্কুল। সাফল্যে ছাড়িয়ে গেছে সবাইকে। আইডিয়াল স্কুল এখন সবার আদর্শ। এবারই যে কেবল ভাল ফল করেছে তা নয়, বরাবরই আইডিয়াল স্কুলের রেজাল্ট ভাল ছিল। তবে এতদিনের রেজাল্ট শিক্ষকদের মতে আশানুরূপ ছিল না। এবার তাঁরা সন্তুষ্ট। যেমনটি আশা করেছিলেন, স্কুলের রেজাল্ট তেমনই হয়েছে।

সাফল্যের নায়ক জীবন্ত কিংবদন্তী অধ্যক্ষ ফয়জুর রহমান

এসএসসি পরীক্ষায় এবার আইডিয়াল স্কুল থেকে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে ২১ ছাত্র-ছাত্রী। বিজ্ঞানে ১৬ জন। সমাজবিজ্ঞানে ৫ জন। ২১ জনের মধ্যে আবার ১৭ জনই মেয়ে। স্কুলের গড় রেজাল্টও অবাক করার মতো। পরীক্ষা দিয়েছিল ৩৫৬ জন। সবাই পাস করেছে প্রথম বিভাগে। বিজ্ঞানে ২৯০ জনের মধ্যে ২৮৬ জনই পেয়েছে স্টার মার্কস। সমাজবিজ্ঞানে ৬৬ জনের ৪৪ জনের মধ্যে স্টার মার্কস।

আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের কিংবদন্তীতুল্য এই সাফল্যের নায়ক একজন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধ্যক্ষ ফয়জুর রহমান। নিজেও এক জীবন্ত কিংবদন্তী। তরুণ বয়সে ব্রত হিসাবে নিয়েছিলেন শিক্ষকতাকে। পেশা হিসাবে নয়। বয়স এখন ৬৫ ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু উদ্যমে এবং পরিশ্রমে তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি কেউ।

মানুষ গড়ার এই কারিগরের সঙ্গে কথা হলো শুক্রবার তাঁর স্কুলের অফিসে। শুভ্র কেশ-শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারা সাফল্যের আনন্দে উজ্জ্বল। পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা আসছে দেখা করতে। প্রিয় শিক্ষকের পা ছুঁয়ে সালাম করে নিয়ে যাচ্ছে আশীর্বাদ। আসছেন অভিভাবকরাও। কৃতজ্ঞতা জানাতে, অভিনন্দন জানাতে। ফয়জুর রহমান শোনালেন তাঁর সাফল্যের কাহিনী। সংগ্রামের কাহিনী। তিল তিল করে অখ্যাত এক স্কুলকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দেয়ার কাহিনী। "দিনের পাঠ দিনে শিখ।" এ হচ্ছে আইডিয়াল স্কুলের সাফল্যের মূলমন্ত্র। বেশি পড়ার দরকার নেই। দিনের পড়া কেবল সেদিন তৈরি করতে পারলেই যথেষ্ট। ক্লাস করতে হবে নিয়মিত। ফাঁকি দেয়া মোটেই চলবে না। অবশ্য ফাঁকি দেয়ার কোন উপায়ও নেই। স্কুলের নিয়ম-কানুন এতই কড়া।

চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন অধ্যক্ষ ফয়জুর রহমান, "আমার স্কুলের মতো পড়াশুনার এত ভাল পদ্ধতি বাংলাদেশের আর একটি স্কুলেও নেই।" "আমি বা আমার সহকর্মীরা ভাল পড়ান এমন কথা আমি বলব না। তবে আমাদের পড়াশুনার সিস্টেমটা ভাল"।

আইডিয়াল স্কুলই সম্ভবত একমাত্র স্কুল, যে স্কুলের রয়েছে একাডেমিক ক্যালেন্ডার। জানুয়ারি মাসেই সব ছাত্র-ছাত্রীকে দিয়ে দেয়া হয় সিলেবাস এবং ক্যালেন্ডার। এতে লেখা থাকে কবে ক্লাস শুরু হবে, সাময়িক পরীক্ষা হবে, ষাণ্মাসিক পরীক্ষা হবে। কবে শুরু হবে বার্ষিক পরীক্ষা। কোন

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

মতিঝিল আইডিয়াল

(প্রথম পাতার পর)

তারিখে দেয়া হবে রেজাল্ট। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর একটি করে ডায়েরী থাকে। এতে তাদের প্রতিদিনের তৎপরতার মূল্যায়ন করা হয়। কেউ যদি কোনদিন স্কুলে দেরিতে আসে বা ক্লাসে পড়া দিতে না পারে, শিক্ষক তা ডায়েরীতে নোট করে দেন। অভিভাবক ডায়েরী পড়ে জানতে পারেন সেদিনই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ফাঁকি দেয়ার কোন রকমের কোন সুযোগ মেলে না।

ফয়জুর রহমান বলেন, আমাদের সিস্টেমটাই এমন। একজন ছাত্র বা ছাত্রী নিয়মিত পড়াশুনা করতে বাধ্য। যেমন ক্লাসের তৎপরতার মূল্যায়ন করেও নম্বর দেয়া হয়। ক্লাস টেস্টের জন্যও আছে নম্বর। সাময়িক পরীক্ষা, ষাণ্মাসিক পরীক্ষাতো আছেই। নম্বর ভাগ করা আছে এভাবে- শ্রেণী পাঠ ৫শতাংশ, শ্রেণী পরীক্ষা ৫ শতাংশ, সাময়িক ১০ শতাংশ, ষান্মাসিক ৩০ শতাংশ এবং বার্ষিক ৫০ শতাংশ। এই নিয়মের কারণে একজন ছাত্রের নিয়মিত পড়াশুনার কোন বিকল্প নেই। কারণ তাদের প্রতিদিনের এ্যাকটিভিটির মূল্যায়ন হয়। ফলে সারাবছরই তাকে ব্যস্ত থাকতে হয় পড়াশুনায়। ক্লাসে উপস্থিতির হার ৮০ শতাংশের কম হলে তাকে পরীক্ষা দিতে দেয়া হয় না।

ফয়জুর রহমান জানান, শুধু সিস্টেমই বড় কথা নয়। শিক্ষকরাও পরিশ্রম করেন আন্তরিকতার সঙ্গে। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার খোঁজখবর নেন। নইলে এই সিস্টেম কার্যকরী করা যেত না। ক্লাসে যেসব ছাত্র-ছাত্রী অন্যদের চেয়ে পড়াশুনায় পিছিয়ে থাকে, তাদের জন্য স্পেশাল কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়া নিয়ম-শৃঙ্খলা তো রয়েছেই। পুরো স্কুল চলে কঠোর শৃঙ্খলায়। সকালে আমার স্কুলে এলে কোন শব্দ পাবেন না। গুন গুন শব্দ পর্যন্ত নয়। পিন পতন নিস্তব্ধতা। কেউ গাছের পাতা পর্যন্ত ছিঁড়ে না। ক্লাস ওয়ানের ছেলেটিও মেনে চলে সব নিয়ম-শৃঙ্খলা।

আইডিয়াল স্কুলের আইডিয়াল হয়ে ওঠার কাহিনী আরও চমকপ্রদ, আরও বিস্ময়কর। '৭৩ সালের আগ পর্যন্ত এটি ছিল জুনিয়র স্কুল। মুলি বাঁশের বেড়ার টিনশেড স্কুল ঘর। শিক্ষক ছিল ১১ জন। ছাত্র ২৫০ জন। ভাল ছাত্র আসতো না। '৭৩ সালে এসেই ফয়জুর রহমান এটিকে হাই স্কুলে উন্নীত করলেন। ধরণা দিয়ে দিয়ে মতিঝিল কলোনি থেকে ছাত্র যোগাড় করে আনলেন। '৭৩ সালে স্কুলের ছেলেরা প্রথম এসএসসি পরীক্ষা দিল। পরীক্ষার রেজাল্ট অবাক করে দিল সবাইকে। প্রথম বছরেই মেধা তালিকার ৪র্থ স্থানটি আইডিয়াল স্কুলের দখলে। পাস করেছে সবাই। কেউ ফেল করেনি, কেউ তৃতীয় বিভাগ পায়নি। এরপর আর কখনও এই স্কুলকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একটির পর একটি সাফল্যের সিঁড়ি টপকে গিয়েছে আইডিয়াল স্কুল। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এখন সাড়ে তিন হাজার। শিক্ষকের সংখ্যা ৯০ জন। বিশাল স্কুল ভবন। ছাত্র-শিক্ষকে গমগম করে দিনের বেলা। '৯৩ সালে খোলা হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী। এইচএসসি পরীক্ষার ফলও ভাল। প্রথম বছরেই স্ট্যান্ড করেছে একজন। ঢাকার সব অভিজাত এবং ঐতিহ্যবাহী স্কুলকে পিছনে ফেলে এভাবেই মাত্র ২০ বছরে খ্যাতির শীর্ষে উঠেএসেছে আইডিয়াল স্কুল। আইডিয়াল স্কুলে ভর্তির জন্য এখন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অভিভাবকরা চান তাঁর একজন সন্তান অন্তত আইডিয়াল স্কুলে পড়ুক। গত বছর স্কুলের ৩২টি সীটে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিয়েছিল ২৭০০ ছেলেমেয়ে।

ফয়জুর রহমান জানান, সরকার এই স্কুলটি সরকারী করার প্রস্তাব দিয়েছিল। তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ সরকারী করা হলে স্কুলের এতদিনের অনেক নিয়ম-কানুন চালু রাখা সম্ভব হতো না। শিক্ষকদের জবাবদিহিতাও কমে যেত।

ফয়জুর রহমান বলেন, শিক্ষকতা হচ্ছে মহৎ পেশা। কমার্শিয়াল মানসিকতা নিয়ে এই পেশায় আসা উচিত নয়। শিক্ষার মান এখন কমে যাচ্ছে, কারণ শিক্ষকতা এখন শিক্ষকদের কাছে ব্রত নয়, চাকরি।

চলে আসার সময় স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য মকবুলুর রহমান জানালেন, আইডিয়াল স্কুলের সাফল্যের কৃতিত্ব ম্যানেজিং কমিটিরও। এত সুন্দর ম্যানেজিং কমিটি, এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা আর কোন স্কুলে নেই।